দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07.SEP 199[illegible]
পৃষ্ঠা 02 কলাম 4

147

জা'নগর ভার্সিটি পরিস্থিতি শান্ত, ক্লাস হয়েছে

☐ ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করেছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গতকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অন্য দিনগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল। অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস হয়েছে, তবে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল কম। নিরাপত্তাহীনতায় যেসব ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়েছে, তারা এখনও ফেরেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছে, ২/১ দিনের মধ্যে পরিস্থিতির আরো উন্নতি ঘটবে।

ছাত্রলীগ (শা-পা) গতকাল রোববার বেলা ৩টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি অফিসে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে ধর্ষণ বিষয়ক সত্যতা যাচাই কমিটির রিপোর্ট পেশ করার দাবি জানিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন যুগ্ম সম্পাদক নবীউল হক রনি। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি মহীবুল্লাহ, সভাপতি শেখ নুরুজ্জামান, যুগ্ম-সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতৃবৃন্দ একই সাথে ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ ঘোষ হত্যা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনতিবিলম্বে পেশ করারও দাবি জানিয়েছেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রায় ১ বছর আগে কমিটি গঠন করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট পেশ করার কোন তাগাদাবোধ করছেন না।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ কুমার ঘোষ '৯৭ সালের ২রা নভেম্বর সন্ত্রাসীর গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। আনন্দ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীরা বর্তমানে ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেত্রী হ্যাপি গত শনিবার 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তিনি চলমান আন্দোলনে কোন ছাত্রীকে লাঠিপেটা করার হুমকি দেননি।

এদিকে সাধারণ ছাত্রঐক্য ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ক্লাস বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। উপাচার্য একই সাথে বন্যাপীড়িত জনগণকে সাহায্য করার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বন্যার্তদের সাহায্য করার জন্য একটি ত্রাণ সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এদিকে, ধর্ষণ বিষয়ক সত্যতা যাচাই কমিটি প্রতিটি ছাত্রী হলে তথ্য সংগ্রহের জন্য খোলা বাক্স রেখেছে।